বিশ্বব্যাপী বৃহত্তর দারিদ্র্য-নিরসন উদ্যোগে ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংকের অংশগ্রহণ

হাওয়ার্ড সিনকোট্টা
ইউএসইনফো বিশেষ প্রতিনিধি

ওয়াশিংটন, ২৪শে অক্টোবর -- ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংক (আইডিবি) এক হাজার কোটি ডলারের একটি উচ্চাভিলাষী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। এই অর্থের মাধ্যমে আইডিবি বিশ্বের কতিপয় দরিদ্রতম জনগোষ্ঠীর মৌলিক চাহিদা পূরণে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, শিক্ষা এবং ম্যালেরিয়া ও এইড্‌সের মত ব্যাধি প্রতিরোধসহ নানা উদ্যোগ গ্রহণ করবে। ৫৬ সদস্য বিশিষ্ট ব্যাংকটির প্রেসিডেন্ট আহমেদ মোহাম্মদ আলি এসব তথ্য জানান।

গত ২১শে অক্টোবর ওয়াশিংটনে বিশ্বব্যাংক/আইএমএফ-এর বার্ষিক বৈঠকের সময় এক সংবাদ সম্মেলনে মোহাম্মদ আলি বলেন, দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও বেকারত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মাধ্যমে আইডিবি'র উদ্যোগ "সন্ত্রাসবাদের মূল কারণগুলো" দুর করবে, যা "সামাজিক উত্তেজনা হ্রাস করবে এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যে উন্নততর সম্পর্ক তৈরি করবে।"

আইডিবি'র ২৯টি সদস্য দেশ ইতোমধ্যে ব্যাংকের "দারিদ্র্য হ্রাস তহবিলে" অর্থ প্রদানের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছে। এর মধ্যে সৌদি আরব দেবে ১শ' কোটি ডলার এবং কুয়েত তিন লক্ষ ডলার।

আইডিবি সামগ্রিকভাবে চারটি অগ্রাধিকার নির্ধারণ করেছে: বিশ্বের কতিপয় অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য হ্রাস; নিরক্ষরতা দুরীকরণ; ম্যালেরিয়া, যক্ষা ও এইড্‌স-এর মতো সংক্রামক ব্যাধি দুর করা; এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি। এই পদক্ষেপগুলো বিশেষ করে নেয়া হবে ইসলামি সম্মেলন সংস্থার (ওআইসি) সদস্য স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জনগণের জন্য।

মোহাম্মদ আলি জানান, আইডিবির অর্ধেক সদস্যই আফ্রিকা মহাদেশের। তিনি উল্লেখ করেন যে ব্যাংক ২শ' কোটি ডলারের আফ্রিকা কর্মসূচির পঞ্চম বছরে আছে। ম্যালোরয়া প্রতিরোধের জন্য হ্রাসকৃত মুল্যের ওষুধের জন্য এতে পাঁচ কোটি ডলার বরাদ্দ আছে।

তিনি বলেন, "আপনি যখন গ্রামের কোনো একটি অংশের সাহায্য করবেন, তখন আপনার পুরো গ্রামকেই সাহায্য করা হবে।"

বৈশ্বিক উন্নয়ন কার্যক্রম

মোহাম্মদ আলি বলেন, দারিদ্র্য নিরসন উদ্যোগে আইডিবি'র যে সব লক্ষ্য রয়েছে সেগুলো বিশ্ব ব্যাংকের নতুন প্রেসিডেন্ট রবার্ট জোলিক সম্প্রতি যে সব লক্ষ্য নির্ধারণ করেছেন তার প্রায় কাছাকাছি এবং জাতিসংঘের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যের সাথেও এগুলোর মিল রয়েছে।

জোলিক সাম্প্রতিক এক ভাষণে বিশ্ব ব্যাংকের ছয়টি অগ্রাধিকারের কথা উল্লেখ করেছেন: বিশ্বের দরিদ্রতম দেশগুলোর দারিদ্র্য নিরসন বিশেষ করে আফ্রিকার দেশগুলোকে এ ব্যাপারে প্রধান্য দেয়া হবে; যেসব দেশ সংঘাত ও যুদ্ধ থেকে বেরিয়ে আসছে তাদের চাহিদা পূরণ করা; মধ্য-আয়ের দেশগুলোর জন্য বিশেষায়িত আর্থিক ও উন্নয়ন সংক্রান্ত সমাধান বের করা; জলবায়ু পরিবর্তন ও সংক্রামক ব্যাধির মত 'আন্তঃদেশীয়' সমস্যাগুলো মোকাবেলা করা; এবং আরব বিশ্বের উন্নয়নে সহায়তা প্রদান। যুক্তরাষ্ট্রও বিশ্বের কিছু কিছু অতি দরিদ্র দেশের দারিদ্র্য বিমোচন ও স্বাস্থ্য খাতের জন্য আরো বেশি সম্পদ বরাদ্দ করেছে। এর মধ্যে আছে ২০০৬ সালে সাব-সাহারা আফ্রিকার জন্য ৫৬০ কোটি ডলারের বর্ধিত সহায়তা। (পররাষ্ট্র দপ্তরের ওয়েবসাইটে তথ্যপত্র দেখুন: (http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2007/aug/90348.htm))

গত তিন বছরে যুক্তরাষ্ট্রের 'মিলেনিয়াম চ্যালেঞ্জ করপোরেশন' ১৩টি দেশের জন্য প্রায় ৩৯০ কোটি ডলার প্রদানের অঙ্গীকার করে। প্রেসিডেন্ট বুশ 'এইড্স ত্রাণের জন্য প্রেসিডেন্টের জরুরি পরিকল্পনা' খাতে পাঁচ-বছর মেয়াদি ১৫শ' কোটি ডলার তহবিল দ্বিগুণ করে আগামী পাঁচ বছরের জন্য (২০০৯-২০১৩) তিন হাজার কোটি ডলার করার প্রস্তাব করেছেন।

সম্প্রতি এক ভাষণে যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক সহায়তা বিষয়ক পরিচালক হেনরিয়েটা এইচ. ফোর নজিরবিহীন কার্যক্রম ও সহযোগিতার বর্তমান যুগকে "গ্লোবাল ডেভেলপমেন্ট কমনস" বলে অভিহিত করেছেন। তিনি একে বর্ণনা করেন "সরকারি ও বেসরকারি দাতা, সংস্থা, বেসরকারি সংস্থা, আয়োজক সরকার এবং সুশীল সমাজের মধ্যে একটি অব্যাহত বিনিময় ও সহযোগিতার যে অংশীদারিত্ব গড়ে উঠেছে তাতে করে তারা একটি গোষ্ঠী হিসেবে সম মর্যাদায় কাজ করছে।"

ফোরের ভাষণের লিখিত ভাষ্য পররাষ্ট্র দপ্তরের ওয়েবসাইটে এই ঠিকানায় (http://www.state.gov/f/releases/remarks2007/92949.htm) পাওয়া যাবে।

ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংক সম্পর্কে আরো তথ্য পাওয়া যাবে ব্যাংকের ওয়েব সাইটে: (http://www.isdb.org/irj/portal/anonymous)।

যুক্তরাষ্ট্রের নীতি সংক্রান্ত আরো তথ্যের দেখুন: গ্লোবাল ডেভেলপমেন্ট এন্ড ফরেন এইড (http://usinfo.state.gov/ei/economic_issues/global_development.html) এবং মিলেনিয়াম চ্যালেঞ্জ অ্যাকাউন্ট (http://usinfo.state.gov/ei/economic_issues/mca.html)।

==========

**(ইউএসইনফো যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দফতরের ব্যুরো অব ইন্টারন্যাশনাল ইনফরমেশন প্রোগ্রাম্‌স-এর একটি প্রকাশনা। ওয়েবসাইট: http://usinfo.state.gov)*

জিআর/ ২০০৭

দ্রষ্টব্য: *এই নিবন্ধের ইংরেজি ভাষ্য 'আমেরিকান সেন্টার'-এ পাওয়া যাবে। যদি আপনি ইংরেজি ভাষ্যটি পেতে আগ্রহী হন, তবে 'আমেরিকান সেন্টার'-এর প্রেস সেকশনে (টেলিফোন: ৮৮৩৭১৫০-৪, ফ্যাক্স: ৯৮৮৫৬৮৮; ই-মেইল:* DhakaPA@state.gov এবং *ওয়েবসাইট:* *dhaka.usembassy.gov* *) যোগাযোগ করুন।*